যুগান্তর

তারিখ ... 26 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লায় নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বই বিক্রি করছেন শিক্ষকরা

সাইফুল ইসলাম শিশির, কুমিল্লা থেকে

নিষিদ্ধ হলেও কুমিল্লার বেশ কয়েকটি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সহযোগিতায় নোট ও গাইড বই বিক্রয় করার অভিযোগ উঠেছে। সরকার বিনা মূল্যে পাঠ্য বই দেয়া, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করার মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মানোন্নয়ন করা। কিন্তু জেলার বইয়ের দোকানগুলোতে ঘুরে দেখা গেছে, লেকচার, জুপিটার, পাঞ্জেরী, অনুপম, প্যানাসিয়া, পুঁথি নিলয়, নিউ পপি, নিউ [illegible], মেধাকুঞ্জ(?), বিশ্বাস(?), অর্পিতা(?), [illegible], নেপচুনসহ বিভিন্ন নামে অবৈধ নোট-গাইড অবাধে বিক্রি হচ্ছে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওপর নিউ পপি প্রকাশনীর অবৈধ নোট ও গাইড চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকাশনীর প্রতিনিধিরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে রমরমা প্রচারণায় নেমেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে অবৈধ নোট ও গাইড বিক্রয় করছে। সরকারের বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া বইয়ে কুমিল্লার পুস্তক বাজার ছেয়ে গেছে। এক শ্রেণীর অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী সর্বশ্রী কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে এসব বই কৌশলে বাজারজাত করছে। বর্তমানে কুমিল্লার বাজারে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য সরকারি বোর্ড বই। অনুসন্ধানে দেখা যায়, কুমিল্লা শহরের কোতোয়ালী(?), কান্দিরপাড়, নিউ মার্কেট, জিলা স্কুল রোড, পুলিশ লাইন সংলগ্ন বিভিন্ন স্থানের লাইব্রেরিগুলোতে বিক্রি হচ্ছে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কৌশলে প্রতি সেট বই প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা মূল্যে বিক্রি করছে। [illegible] প্রশাসন অভিযান করে। ১৭ জানুয়ারি কুমিল্লার [illegible] এলাকার কয়েকটি লাইব্রেরিতে [illegible] অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু বোর্ড বই উদ্ধার ও ৩ জনকে আটক করলেও পরে রহস্যজনক কারণে আটককৃতদের ছেড়ে দেয়। চান্দিনার হারুন আলী বলেন, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট ও গাইড বিক্রয় অবৈধ। কিন্তু সরকার এদিকে নজর না দেয়ায় ছাত্রছাত্রীদের হাতে শিক্ষকরা নোট ও গাইড তুলে দিচ্ছেন। এতে তাদের শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে। প্যানাসিয়া প্রকাশনীর প্রতিনিধিরা [illegible] অবৈধ নোট ও গাইড বিক্রি করছে। মোটরসাইকেল নিয়ে বিভিন্ন উপজেলা ঘুরে [illegible]। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কুমিল্লা সিটি, দেবিদ্বার, বুড়িচং, মুরাদনগর, চান্দিনা, হোমনা, [illegible], তিতাসসহ বেশ কয়েকটি প্রকাশনী অবৈধ নোট ও গাইড বিক্রির জন্য শতাধিক প্রতিনিধি প্রচারণায় নেমেছে।

অবৈধ নোট ও গাইড চাপিয়ে দেয়ার অভিযোগ

মুরাদনগরে গত ৩ জানুয়ারি উপজেলা পরিষদের কবি নজরুল মিলনায়তনে [illegible] থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নোট বইয়ের প্রচারণা উপলক্ষে ১৪৯টি সরকারি, ৫২টি বেসরকারি ও ১টি রেজিস্টার্ডসহ প্রায় সবকটি বিদ্যালয়ের ন্যূনতম দুজন করে শিক্ষককে পপি লাইব্রেরি ও পুঁথি নিলয়ের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে [illegible], ক্যালেন্ডার এবং বিশেষ [illegible] প্যাকেট দেয়া হয়। এ দিকে [illegible] জানান, ১৯ জানুয়ারি সকালে [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবৈধ নোট ও গাইড বিক্রি করায় এলাকাবাসী ওই শিক্ষকের বিচার দাবি করেন। শিক্ষকরা নিষিদ্ধ নোট ও গাইড বইয়ের দাম ৭৫ থেকে ৮৫০ টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অবৈধ নোট ও গাইড বইয়ের প্রচারণা চালাচ্ছে কিন্তু জেনেও প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। এ ব্যাপারে পপি লাইব্রেরির ব্যবস্থাপক শহীদ উদ্দীন বিশ্বাস বলেন, [illegible] পপি লাইব্রেরির সৃজনশীল অনুশীলনী বই বাজারে দেয়। কিন্তু পপি নামে নকল বই বাজারে ছেয়ে গেছে। নিউ পপি, দি পপি, বেস্ট পপি, সুপার পপি বই অধিকাংশ শিক্ষকদের দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে [illegible] নিম্নমানের প্রকাশনীর প্রতিনিধিরা ব্যবহার করছেন। বিক্রি করা এবং টাকার বিনিময়ে শিক্ষকদের [illegible] জেনেশুনে ও অর্থের বিনিময়ে পপি লাইব্রেরির বই পাঠ্য করে না।